BYETS
Building Youth Employability Through Skills

>>> নিউজলেটার <<<

# দি বাইটস প্রেস

ভলিউম ২ ■ মার্চ ২০২৪

## এগ্রো প্রোসেসিং সেক্টরে বাইটস প্রকল্পের প্রবেশ

বাইটস প্রকল্প এগ্রো প্রোসেসিং সেক্টরে বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় নতুন যাত্রা শুরু করেছে। ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে খাদ্য পণ্যের উৎপাদন বার্ষিক গড় ৮.৫% হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অথচ, এই সেক্টরে মানসম্মত প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বর্তমানে প্রচুর সংকট রয়েছে। চলমান বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়া জরুরী এবং দক্ষতার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমান শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রয়োজনকে উপলব্ধি করে, বাইটস প্রকল্প মেঘনা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, কাজী ফার্মস গ্রুপ, বনফুল অ্যান্ড কোং লিমিটেড, অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডসহ সমমানের রপ্তানিমুখী আটটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি জরিপ (ট্রেনিং নিডস অ্যাসেসমেন্ট (টিএনএ)) পরিচালনা করেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের বর্তমান এবং নতুন কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য, কর্মক্ষেত্র-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (ডব্লিউবিটি) চালু করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। টিএনএ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, বাইটস একটি হাইব্রিড প্রশিক্ষণ মডেল তৈরি করেছে যা, একই সাথে সাশ্রয়ী হবে এবং দীর্ঘ মেয়াদি ফলাফল নিশ্চিত করবে। এই

কর্মক্ষেত্র ভিত্তিক প্রশিক্ষণ মডেল বাস্তবায়নের জন্য, প্রকল্পটি ইতিমধ্যে আকিজ বশির গ্রুপ এবং সিটি গ্রুপের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রকল্পটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব মাস্টার ট্রেইনার তৈরিতে সহায়তা করবে যাতে প্রকল্পের সময়সীমার বাইরে, প্রতিষ্ঠানগুলিতে পুরাতন এবং নতুন কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

## আইসিটি এবং তৈরি পোশাক শিল্প (আরএমজি) খাতে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) বাইটস প্রকল্পের অন্যতম একটি সেক্টর এবং এই সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী যুব সমাজের জন্য প্রকল্পটি কাজ করছে। প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের (টিএসপি) সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে। এর ধারা হিসেবে প্রকল্পটি ছয়টি নতুন প্রতিষ্ঠানঃ মুসলিম এইড ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, নবজীবন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, আয়াত স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, এশিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, পেনসিলবক্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিমিটেড এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর মাধ্যমে বাইটস প্রকল্প আইসিটি সেক্টরে ডিজিটাল মার্কেটিং, গ্রাফিক ডিজাইন এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিধি বিস্তার করেছে। সার্বিকভাবে বিগত ছয় মাসে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী বিভাগের নয়টি জেলায় মোট ১২টি প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্পটি একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত ২৩২১ এর অধিক যুব এই সেক্টরে প্রশিক্ষণের জন্য নিবন্ধিত হয়েছে এবং এদের মধ্যে ১৩০৬ এর অধিক যুব সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। ভবিষ্যতে প্রকল্পটি আইসিটি প্রশিক্ষণ পরিষেবাকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে নতুন আটটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে পার্টনারশিপের পরিকল্পনা করেছে।

বাইটস প্রকল্প তৈরি পোশাক শিল্প সেক্টরে মোট ৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মক্ষেত্রভিত্তিক প্রশিক্ষণ (ডব্লিউবিটি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পটির সফলতার লক্ষ্যে কাজ করছে। তার ধারাবাহিকতায় কর্মক্ষেত্র ভিত্তিক প্রশিক্ষণ তথা ডব্লিউবিটি সিস্টেম চালু করতে প্রকল্পটি নতুন তিনটি প্রতিষ্ঠানের (কনসালটেন্সি সার্ভিস প্রোভাইডার (সিএসপি)) সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করেছে যারা হল এসজিএস বাংলাদেশ, ইকিউএমএস কনসাল্টিং লিমিটেড, এবং ইনস্টিটিউট অফ প্রফেশনাল ট্রেনিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। পূর্বে গ্রোয়ো এবং রেজিয়া ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে প্রকল্পটি সফলভাবে ডব্লিউবিটি বাস্তবায়ন করছে। এখন পর্যন্ত ১০১০ জন যুব এই কর্মক্ষেত্রভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য নিবন্ধিত হয়েছে এবং এদের মধ্যে ৬৫৬ জন সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। বাইটস প্রকল্প আইসিটি, এগ্রো প্রোসেসিং এবং আরএমজি খাতে চলমান পার্টনারশিপের উপর ভিত্তি করে যুবাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে বদ্ধ পরিকর।

Kingdom of the Netherlands

swisscontact

## পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে তৈরি পোশাক শিল্প খাতের প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে “*মিট অ্যান্ড গ্রিট*” সভার আয়োজন

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২৪, পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে, তৈরি পোশাক শিল্প (আরএমজি) খাতের পার্টনার এবং কর্মক্ষেত্র ভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করে বাইটস প্রকল্প “*মিট অ্যান্ড গ্রিট*” নামক একটি সভা আয়োজন করে। উক্ত সভায় আরএমজি সেক্টর প্রতিনিধিরা বাইটস প্রকল্পের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে এবং দক্ষ কর্মী তৈরিতে বাইটস প্রকল্পের প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করেন। উক্ত সভায় ২৩টি আরএমজি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ৫টি কনসালটেন্সি সার্ভিস প্রোভাইডারের (সিএসপি) প্রতিনিধি এবং নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে বাইটস প্রকল্প ৩৩টি আরএমজি ফ্যাক্টরিতে কর্মক্ষেত্রভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে।

প্রকল্পটির অগ্রসরের পথে “*মিট অ্যান্ড গ্রিট*” এর মতো সভা সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং আরএমজি ফ্যাক্টরির ভিতর বর্ধিত সহযোগিতা এবং সামগ্রিক সম্পৃক্ততাকে নিশ্চিত করবে।

## বিশেষজ্ঞ দ্বারা কর্মক্ষেত্র ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কোর্স মডিউল তৈরি

আন্তর্জাতিক কনসালটেন্সি সার্ভিস প্রোভাইডার (সিএসপি) তথা গ্রোয়ো এবং এসজিএস বাংলাদেশ দ্বারা বাইটস প্রকল্প প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করছে। আরএমজি এবং এগ্রো প্রোসেসিং খাতে বিস্তারিত ট্রেনিং নিডস অ্যাসেসমেন্ট (টিএনএ) পরিচালনা করা হয়। পরবর্তিতে, উক্ত খাতে নিযুক্ত কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে মডিউল তৈরি করার জন্য উল্লেখ্য সিএসপিদের সাথে সমঝোতা করা হয়।

বর্তমানে বাইটস প্রকল্প গ্রোয়োর মাধ্যমে আরএমজি সেক্টরে ব্যবহারের জন্য সেলাই পদ্ধতি প্রশিক্ষণ বা সুইং মেথডলজি ট্রেনিং (এসএমটি), মূল্যায়নকারীর ম্যানুয়াল এবং প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট মডিউল তৈরি করেছে। তাছাড়াও প্রকল্পটি সক্রিয়ভাবে সুপারভাইজরি ম্যানুয়াল তৈরিতে কাজ করছে, আসন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উক্ত ম্যানুয়াল বাস্তবায়নের প্রত্যাশা রয়েছে।

একইসাথে, বাইটস প্রকল্প এসজিএস বাংলাদেশের মাধ্যমে ফাস্ট-মুভিং কনজিউমার গুডস (এফএমসিজি) এবং পাটজাত পণ্য শিল্পকে কেন্দ্র করে মডিউল তৈরি করছে। এই মডিউলগুলি ভবিষ্যতের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিশেষ করে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মক্ষেত্র-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

# নিয়মিত কার্যকর তথ্য ব্যাবস্থাপনার জন্য বাইটস প্রকল্পের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) প্রণয়ন

বাইটস প্রকল্প ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) সফলভাবে চালু করার মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয় যা প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে নথিভুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর ধারাবাহিকতায়, প্রকল্পের পার্টনারদের নিয়ে এমআইএস এর উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করে, যাতে পার্টনাররা সিস্টেমটির কার্যকরী পরিচালনা নিশ্চিত করতে পারে। ডিজিটালাইজেশনের দিকে এই কৌশলগত পদক্ষেপ প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি এবং লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে তাৎক্ষণিক এবং বাস্তবসম্মত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতির ধারা নিশ্চিত করবে। এই সিস্টেম এর মাধ্যমে তথ্য এন্ট্রির সময় মানুষের ত্রুটির ঝুঁকি কমাবে এবং তথ্যের গুণমান বজায় রেখে সময়মত রিপোর্ট জমা দেয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। তাছাড়াও, এই সিস্টেমটি পার্টনারদের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করেছে এবং তথ্য আদান প্রদানের পূর্বের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ব্যাপকভাবে হ্রাস করায় ভূমিকা রেখেছে। এই ডিজিটাল প্লাটফর্ম তৈরির মাধ্যমে বাইটস প্রকল্প কাগজের ব্যাবহার ব্যাপক হারে হ্রাস করেছে যা সামগ্রিক ইতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব নিশ্চিত করেছে।

## নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি

বাইটস প্রকল্প লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনের সক্রিয়তাকে (সিক্সটিন ডে এক্টিভিসম) উদযাপন করেছে। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে প্রকল্পটি সমস্ত প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং আরএমজি ফ্যাক্টরিগুলিতে সচেতনতামূলক পোস্টার বিতরণ করেছে। এই পোস্টারগুলি, কর্মক্ষেত্রে বা প্রশিক্ষণের শ্রেণীকক্ষে ঘটতে পারে এমন চারটি দৃশ্যকে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করেছে যেখানে নারীর প্রতি সহিংসতার উদাহরণ হিসেবে বর্নিত করা হয়। সচেতনতামূলক এই প্রচারণা একজন নারীকে প্রকাশ্যে সহিংসতা নিয়ে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করবে যা সে ব্যক্তিগতভাবে সম্মুখীন হয়েছে বা প্রত্যক্ষ করেছে। এই উদ্যোগটি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিরাপদ এবং অন্তভুক্তিমুলক পরিবেশ তৈরি করার জন্য বাইটস প্রকল্পের সংকল্প ব্যক্ত করে।

# প্রতিকূলতা ছাপিয়ে অগ্রগতির পথেঃ
# ডিজিটাল মার্কেটিং আয়ত্ত করে আশার অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা

*"আপনার সাথে দেখা হবে বলে অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছি আজকের প্রশিক্ষণ ক্লাস শেষ হওয়ার জন্য"* সারাদিন প্রশিক্ষণের পর ক্লান্তি ছাপিয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমাকে দেখে বললো মেয়েটি।

মেয়েটির নাম আশা খাতুন, মাগুরার একজন প্রানবন্ত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তরুণী। বর্তমানে, তিনি তার দুই মেয়ে এবং স্বামীর সাথে গাজীপুরে বাস করছেন। তার বাবা পেশায় একজন কৃষক এবং মা গৃহীনি, এছাড়াও তার একটি ছোট ভাই আছেন। এতোবড় পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যাক্তি তার স্বামী, যিনি পেশায় একজন খন্ডকালীন ইলেক্ট্রিশিয়ান। সে তার একক উপার্জনের মাধ্যমেই পরিবারের অসুস্থ বাবা, মা এবং সপ্তম শ্রেণীতে পড়া ভাইয়ের দেখা শোনা করেন।

তার স্বামী খন্ডকালীন কাজের মাধ্যমে মাসিক মাত্র ১২,০০০ টাকা আয় করেন এবং এই উপার্জনেই তাদের পরিবার চলছে। এই খন্ডকালীন চাকরি হারানোর উদ্বেগ নিয়েই তাদের দিন পার হয়। এই টানাপোড়নের ভেতরেই আশা ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স এ ভর্তি হয়েছে এবং নিয়মিত ক্লাস করছেন।

ডিজিটাল মার্কেটিং শেখার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আশা, একটি বড় পদক্ষেপ নেয়, যখন সে নিজের গয়না বিক্রি করে ল্যাপটপ ক্রয় করে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে তার পরিবারের যথেষ্ট সমর্থন ছিল, যার মাধ্যমে সে ভালভাবে কোর্সটি শেষ করার জন্য উদবুদ্ধ হয়েছে। শুধু তাই নয় বরং ডিজিটাল মার্কেটিং সেক্টরকেই ভবিষ্যৎ এ পেশা হিসেবে নেয়া এবং একজন সফল ফ্রীল্যান্সার হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য প্রবল উৎসাহিত করেছে তার পরিবার।

গাজীপুরের বিজিআইএফটি ট্রেনিং সেন্টারে আইসিটি প্রশিক্ষণের বিজ্ঞাপন দেখার মাধ্যমে আশা ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স এ ভর্তি হয় এবং বর্তমানের একজন

নিয়মিত শিক্ষার্থী। এ কোর্স এর মাধ্যমে ফেসবুক, গুগল, লিংকডইন, টুইটার, এবং ইন্সটাগ্রাম এর মত বিভিন্ন ওয়েবসাইট এ কিভাবে বিজ্ঞাপন দিতে হয় সে সম্পর্কে শেখানো হয়। এছাড়াও ব্যানার, লোগো, ভিজিটিং কার্ড এর ডিজাইন তৈরিও শেখানো হয়। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে পিন্টারেস্টের কাজের প্রতি আশার ভাল লাগা তৈরি হয়েছে, এর মাধ্যমে সে পিনবোর্ড এবং পিন্টারেস্ট মার্কেটিং সম্মন্ধে জানতে পেরেছে। বিজিআইএফটি বর্তমানে, বাইটস প্রকল্পের মাধ্যমে ডিজিটাল মার্কেটিং ছাড়াও গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং ওয়েব ডিজাইন ও ডেভ্লপমেন্ট এর উপর কোর্স প্রদান করছে।

ক্লাস শুরু হওয়ার পরে প্রথমদিকে ছেলে এবং মেয়ে একই সাথে ক্লাস করাটা তার কাছে কিছুটা কঠিন মনে হতো। কিন্তু সহপাঠি এবং শিক্ষকদের বন্ধুসুলভ আচরন এবং সকল কাজে সহায়ক মনোভাবের জন্য তার জড়তা কেটে যায়। যদিও ট্রেনিং সেন্টারে তার বাসস্থান থেকে প্রায় ৪০ মিনিট হাটার দুরত্বে এবং প্রতিদিন ৫ ঘন্টার ক্লাস তার জন্য ক্লান্তিকর তবুও এই সহপাঠীদের ভাতৃত্বমুলক আচরনের জন্য তার সারাদিনের কষ্ট দূর হয়ে যায়।

আশার স্বপ্ন সে এই ট্রেনিং শেষে নিজেকে শুধু মাত্র একজন ফ্রীল্যান্সার এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট হিসেবে গড়ে তুলবে তাই নয়, একই সাথে বাসায় বসে ইনকাম করার মতো সুযোগ সে গড়ে তুলবে যেটা থেকে তার পরিবার উপকৃত হবে। তিনি মনে করেন মেয়েদের জন্য একটা স্বয়ংসম্পূর্ন ইনকামের ব্যবস্থা হিসেবে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স অগ্রদুতের ভূমিকা পালন করতে পারে।

## প্রকল্প তথ্যঃ

বাইটস নিউজলেটার (দ্বিতীয় ভলিউম) জানুয়ারী থেকে মার্চ ২০২৪ কর্মকাল পর্যন্ত প্রকল্পের মূল ক্রিয়াকলাপ এবং অর্জনগুলি প্রদর্শন করছে।

**নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের অর্থায়নে এবং সুইসকন্ট্যাক্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত বাইটস** (BYETS) প্রকল্প ২০২২-২০২৬ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। বাইটস প্রকল্প উপযুক্ত প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে ২৫,০০০ যুবাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষে কাজ করবে। এর সাথে দক্ষতা উন্নয়নে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাগুলিকে সমাধান করবে ও প্রশিক্ষন প্রাপ্তদের মধ্যে থেকে উদ্যোক্তা হবার ব্যাপারে আগ্রহীদের দক্ষতা তৈরিতে সাহায্য করবে।